রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, সেপ্টেম্বর ১১, ২০১৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ ভাদ্র, ১৪২৬ মোতাবেক ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

নিম্নলিখিত বিলটি ২৭ ভাদ্র, ১৪২৬ মোতাবেক ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ২০/২০১৯

Bangladesh Flag Vessels (Protection) Ordinance, 1982 রহিতক্রমে উহার বিধানাবলি বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে নূতন আইন প্রণয়নকল্পে আনীত বিল

যেহেতু সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল এবং ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহের অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তপশিলের ৩ক, ১৮ ও ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হয় এবং সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল নং ১০৪৪-১০৪৫/২০০৯ ও সিভিল আপিল নং-৪৮/২০১১ তে সুপ্রীমকোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে সামগ্রিকভাবে অননুমোদনপূর্বক (total disapproval of Martial law) উহাদের বৈধতা প্রদানকারী, যথাক্রমে, সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইন, ১৯৭৯ (১৯৭৯ সনের ১নং আইন) এবং সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়; এবং

যেহেতু ২০১৩ সনের ৬ ও ৭ নং আইন দ্বারা উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর রাখা হয়; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া আবশ্যক বিবেচিত অধ্যাদেশসমূহ সকল স্টেক-হোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলায় নূতন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে; এবং

মূল্য : টাকা ৮.০০

যেহেতু সরকারের উপরি-বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে Bangladesh Flag Vessels (Protection) Ordinance, 1982 (Ordinance No. XIV of 1982) রহিতক্রমে উহার বিধানাবলি বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে নূতন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (সুরক্ষা) আইন, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় অথবা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) 'বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ' অর্থ বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোনো জাহাজ;

(২) 'নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ' অর্থ মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর অথবা এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত অন্য কোনো কর্মকর্তা, সংস্থা অথবা কর্তৃপক্ষ।

৩। **সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ।**—আপাতত বলবৎ, অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে সমুদ্রপথে পরিবাহিত পণ্যের অন্যূন ৫০% পণ্য এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ কর্তৃক পরিবাহিত হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না, যথা :—

(ক) এইরূপ কোনো পণ্য, যাহা দুই ব্যবসায়ী অংশীদারের মধ্যে কোনো পারস্পরিক সমঝোতা অনুযায়ী অন্য কোনো জাহাজ দ্বারা পরিবহণ আবশ্যক;

(খ) এইরূপ কোনো পণ্য, যাহার অনুকূলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অব্যাহতি সনদ (Certificate of waiver) জারি করা হইয়াছে;

(গ) এইরূপ কোনো পণ্য, যাহা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সাধারণ অব্যাহতি প্রদত্ত; এবং

(ঘ) এইরূপ কোনো পণ্যের পরিবহণ, যাহা বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের সহিত বাণিজ্য অংশীদার দেশের মধ্যে সরাসরি পরিবহণের জন্য বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ চলাচল করে না।

৪। **তৃতীয় দেশের পতাকাবাহী জাহাজ কর্তৃক পণ্য পরিবহণ।**—নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ হইতে অন্য কোনো দেশে বা অন্য কোনো দেশ হইতে বাংলাদেশে পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে তৃতীয় দেশের পতাকাবাহী জাহাজ দ্বারা পণ্য পরিবহণের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে, যদি—

(ক) বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ অথবা সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য অংশীদার দেশের পতাকাবাহী জাহাজ পাওয়া না যায়;

(খ) বাংলাদেশের অথবা উক্ত দেশের পতাকাবাহী জাহাজ দ্বারা কোনো কারণে পণ্য পরিবহণ করা সম্ভব না হয়।

৫। **বিদেশি জাহাজ দ্বারা উপকূলীয় অঞ্চলে বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহণে নিষেধাজ্ঞা।**—বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ নহে এইরূপ কোনো বিদেশি জাহাজ দ্বারা উপকূলীয় অঞ্চলে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহণ করা যাইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারিকৃত অব্যাহতি সনদপ্রাপ্ত জাহাজের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

৬। **অসত্য তথ্য প্রদান।**—বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ মালিক তাহাদের জাহাজের তপশিল সংক্রান্ত অসত্য তথ্য পরিবেশন করিয়া নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে পণ্য পরিবহণের জন্য বিদেশি জাহাজের অনুকূলে অব্যাহতি সনদ প্রদানের জন্য আবেদন করিতে পারিবে না।

৭। **প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ।**—(১) কোনো জাহাজ ধারা ৩ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোনো পণ্য পরিবহণ করিলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ উক্ত জাহাজের মালিক অথবা ভাড়াকারীর উপর উক্ত পণ্য পরিবহণের ভাড়ার অধিক নহে এইরূপ পরিমাণ অর্থ প্রশাসনিক জরিমানা হিসাবে আরোপ করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের অন্যান্য বিধান লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ অন্যূন পাঁচ লক্ষ টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে।

৮। **আপিল।**—(১) কোনো ব্যক্তি ধারা ৭ এর অধীন প্রদত্ত জরিমানার আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত আদেশ প্রাপ্তির ৩০(ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে সরকারের নিকট আপিল করিতে পারিবেন।

(২) সরকার আপিল আবেদন প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে ইহা নিষ্পত্তি করিবে এবং এই ক্ষেত্রে সরকারের আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৯। **কোম্পানি কর্তৃক বিধান লঙ্ঘন।**—(১) এই আইনের অধীন কোনো বিধান কোনো কোম্পানি কর্তৃক লঙ্ঘিত হইলে উক্তরূপ লঙ্ঘনের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে কোম্পানির এইরূপ মালিক, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা প্রতিনিধি উক্ত লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সক্ষম হন যে, উক্ত লঙ্ঘন তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত লঙ্ঘন রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায়—

(ক) "কোম্পানি" বলিতে কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারি কারবার, সমিতি বা এক বা একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনও অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং

(খ) "পরিচালক" বলিতে উহার কোনো অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ড, যে নামেই অভিহিত হউক, এর সদস্যকেও বুঝাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোম্পানি আইনগত সত্ত্বা হইলে, উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত পদবির ব্যক্তিসহ উক্ত কোম্পানির উপর পৃথকভাবে এই কার্য-ধারায় প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা যাইবে।

১০। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১১। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে Bangladesh Flag Vessels (Protection) Ordinance, 1982 (Ordinance No. XIV of 1982), অতঃপর উক্ত Ordinance বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত হইবে।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত Ordinance এর অধীন প্রণীত কোনো বিধি অথবা জারিকৃত কোনো আদেশ, বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রজ্ঞাপন এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, বলবৎ থাকিবে।

(৩) এই আইনের অধীন গৃহীত কোনো কার্যধারা চলমান থাকিলে উহা এইরূপে নিষ্পত্তি হইবে যেন উক্ত Ordinance রহিত হয় নাই।

১২। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Test) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

(ক) ১৯৮২ সনের ২৮ জুন তারিখ 'The Bangladesh Flag Vessels (Protection) Ordinance, 1982' কার্যকর হয়। মন্ত্রিসভার ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত অধ্যাদেশটিকে আইনে পরিণতকরণ, বাংলা ভাষায় রূপান্তর এবং যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সংশোধন ও পরিমার্জন করে 'বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (সুরক্ষা) আইন, ২০১৯' শিরোনামে প্রণয়ন করা হয়েছে।

(খ) উপরে উল্লিখিত অধ্যাদেশের মাধ্যমে সমুদ্র পথে দেশীয় আমদানি-রপ্তানি পণ্য পরিবহণে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজের অধিকার সংরক্ষণ করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজে বাংলাদেশী পণ্য পরিবহণ অগ্রাধিকার পায়। ফলে জাহাজ মালিকগণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হন এবং বাংলাদেশী নাবিকগণের কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হয়।

(গ) বাংলাদেশের জাহাজ মালিকগণ যেন আরও বেশী বেশী জাহাজ ক্রয় বা সংগ্রহ করতে আগ্রহী হন সেজন্য নতুন আইনে সুরক্ষা সুবিধা বিদ্যমান অধ্যাদেশের চেয়ে আরও বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে এবং বাংলাদেশের জাহাজ মালিকগণ বেশী বেশী জাহাজ সংগ্রহ বা ক্রয় করলে বাংলাদেশের পণ্য আমদানি-রপ্তানির জন্য বিদেশি জাহাজ ভাড়া বাবদ ব্যয়িত বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে এবং বাংলাদেশী নাবিকগণের কর্মসংস্থানের সুযোগও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। ফলে জাতীয় অর্থনীতির চাকা আরো গতিশীল হবে। তাই দেশের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির স্বার্থে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (সুরক্ষা) আইন, ২০১৯ শীর্ষক বিলটি মহান জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হলো।

খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী
ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী।

ড. জাফর আহমেদ খান
সিনিয়র সচিব।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd